বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

"বীজ ডিলার নিয়োগের আবেদন পত্র"

ছবি

বরাবর
উপ পরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি.....
মহোদয়,

আমি বিএডিসি'র বীজ বিক্রয়ের জন্য একজন বীজ ডিলার হিসাবে নিয়োগ পেতে আগ্রহী আনুসাংগিক তথ্যাদি বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করা হলো ঃ-

১। আবেদনকারীর নাম ঃ- (বাংলায় স্পষ্ট অক্ষরে)ঃ-.....।

২। পিতা/স্বামীর নামঃ-.....।

৩। স্থায়ী ঠিকানা ঃ- গ্রাম/হোল্ডিং নং.....ডাকঘর.....ইউনিয়ন/মহল্লা.....।
উপজেলা..... জেলা.....।

৪। বর্তমান ঠিকানা ঃ- গ্রাম/হোল্ডিং নং.....ডাকঘর.....ইউনিয়ন/মহল্লা.....।
উপজেলা..... জেলা.....।
দুরালাপনী (যদি থাকে).....।

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ-.....বিশেষ প্রশিক্ষণ (যদি থাকে).....।

৬। বয়স ঃ-.....।

৭। মূল পেশা ঃ-.....।

৮। জাতীয়তা ঃ-.....।

৯। বর্তমানে যে ব্যবসা করেন তার তথ্য ঃ-.....।

১০। ট্রেড লাইসেন্স নং ঃ–.....তারিখঃ.....লাইসেন্স প্রদানকারী .....।

১১। ব্যবসা কেন্দ্রের ঠিকানা ঃ-স্বতাধীকারী.....ব্যবসায়িক নাম.....।
(যেখানে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক?) হোল্ডিং নং/দোকান নং.....।
(ব্যবসা কেন্দ্রে নাম ঃ-.....উপজেলা/থানা.....।
জেলা.....।

১২। উপজেলা সদর হতে ব্যবসা কেন্দ্রের দূরত্ব.....কিঃমিঃ।

১৩। গুদামের বিবরণ ঃ- গুদামের ধরন.....আয়তন.....ধারণ ক্ষমতা.....।

১৪। বীজ,সার ও কীটনাশক.....(ক) অভিজ্ঞতা.....।

১৫। বীজ ডিলার হিসাবে পূর্বে নিয়োগ দান হয়েছিল কি ?.....।

১৬। নিয়োগ বাতিলের কারণ (যদি থাকে).....।

অতএব আমাকে বিএডিসি'র একজন বীজ ডিলার হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। উল্লেখ্য আমি বীজ ডিলার নিয়োগের সকল শর্তাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

সংযুক্ত ঃ-

১) ডিলার নিয়োগ ফর্ম ক্রয়ের রশিদ (নং.....তারিখ).....।
২) ব্যাংক স্বচ্ছলতার সার্টিফিকেট।
৩) ০৪ (চার) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত কপি।
৪) ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।
৫) আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত শর্তাবলীর কপি।
৬) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ ডিলার নিবন্ধনের প্রত্যায়নপত্র সত্যায়িত ফটোকাপি।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ-.....

পুরানাম ঃ–.....

তারিখ ঃ-.....

আঞ্চলিক অফিসে ব্যবহারের জন্য ঃ-

আবেদনপত্র খানা বিবেচনার জন্য গৃহীত হইল/হইল না।

প্রদত্ত তথ্যবলী যাচাই ও তদন্তপূর্বক মতামত দানের জন্য উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) .....এর নিকট প্রেরণ করা হলো এবং আগামী .....তারিখের মধ্যে কার্য্যাদি সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি, ...।

তদান্তকারী কর্মকর্তার মন্তব্য ঃ-

(সিনিয়র সহঃ পরিচালক (বীজ বিপণন)/উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি.....বিএডিসি, যশোর।
তারিখ ঃ-.....।

জনাব মোঃ.....স্বত্তাধিকারী.....কে উপজেলার জন্য বীজ ডিলার হিসাবে জুলাই/.....হতে জুন/.....মিয়াদের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি, ...।
তারিখ ঃ

নিয়োগ কমিটির মতামত ঃ-

বীজ ডিলার হিসাবে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো/হলো না।

....

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ঃ-

কমিটির সিদ্ধান্ত লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি, ...।
তারিখ ঃ-.....

চুক্তিপত্র ঃ-

প্রথম পক্ষ ঃ-

উপপরিচালক (বীজ বিপণন),বিএডিসি,যশোর। ২০২৩-২৪ প্রবর্তিত বীজ ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি ও শর্তাবলীর আলোকে জনাব.....এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্ত পূর্বক যাবতীয় শর্তাদি পালন সাপেক্ষ লাইসেন্স প্রদান করার পদ্ধতি প্রদান করার সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি, ...।

২য় পক্ষ ঃ-

আমি.....পিতা.....গ্রাম.....ডাকঘর.....
.....উপজেলা.....জেলা.....বীজ ডিলার
লাইসেন্স নং.....তারিখ.....ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের (নাম).....
ব্যবসাস্থল.....।

এই মর্মে অংগীকার করিতেছি যে, ২০২৪-২৫ ইং বছর হতে প্রবর্তিত বীজ ডিলার নিয়োগ নীতিমালা ও শর্তাবলী মানিয়া বিএডিসি'র সহিত বীজের ব্যবসা করিব এবং প্রবর্তিত নীতিমালা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, প্রবর্তিত নীতিমালা ও শর্তাবলীর আওতায় প্রতি বছর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমার বীজ ডিলার লাইসেন্স নবায়ন করিতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আমি.....এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, প্রবর্তিত বীজ ডিলার নিয়োগ নীতিমালা ও শর্তাবলী ব্যক্তিগত ভাবে অবহিত হইয়া স্বজ্ঞানে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

১। **স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ঃ-**

নাম ঃ.....
পিতার নামঃ-
ডাকঘর ঃ-
জেলা ঃ-
স্বাক্ষর ঃ-
তারিখ ঃ-

২য় পক্ষের স্বাক্ষর ঃ-

নাম ঃ-
পিতার নাম ঃ-
লাইসেন্স নং- তারিখ-
স্বাক্ষর ঃ-
তারিখ ঃ-

১। **স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ঃ-**

নাম ঃ.....
পিতার নামঃ-
ডাকঘর ঃ-
জেলা ঃ-
স্বাক্ষর ঃ-
তারিখ ঃ-

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

"বীজ ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি ও শর্তাবলী"

(ক) *আবেদনকারীর যোগ্যতা* ঃ-

১. বীজ ডিলারশীপের জন্য আবেদনকারীর ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ব্যবসায়ী, বাংলাদেশের নাগরিক এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২. আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই বীজ সহ কৃষি উপকরণ ব্যবসা, ট্রেড লাইসেন্স এবং তৎসংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন যদি বীজ ডিলারশীপের জন্য আবেদন করেন তবে উক্ত সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে যার নামে ডিলারশীপ দেয়া হবে তাকে ব্যবসা পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা (Power of Attoney) দিতে হবে।

৪. সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন প্রকল্প ব্যতীত অন্য কোন সরকারী/আধা-সরকারী/সরকারী প্রকল্প/স্বায়ত্বশসিত প্রতিষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী ব্যক্তি/গোষ্ঠি বীজ ডিলারশীপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৫. বীজ উৎপাদনকারী/আমদানীকারী/নিজস্ব ট্রেড মার্কে বীজ বিপণনকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বীজ ডিলারশীপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

(খ) *নিয়োগের নিয়মাবলী* ঃ-

(১) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত বীজ ডিলারকে লাইসেন্স ফি বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট উপ পরিচালক (বীজ বিপণন) দপ্তরে মানি রশিদের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

(২) নিয়োগপ্রাপ্ত সকল ডিলারকে প্রতি বছর ৩১ জুলাই-এর মধ্যে নির্ধারিত ২,০০০/- (দুই হাজর) টাকা (অফেরৎযোগ্য) ফি এবং ১৫% ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়নের কাজ শেষ করতে হবে। তবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি সহ মোট ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য) প্রদানের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে। ৩১ আগষ্ট ছুটির দিন হলে অফিস খোলার দিনই নবায়ন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে ডিলার লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩) নবায়নের সময় হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এবং কৃষি হালনাগাদ নবায়কৃত বীজ ডিলার লাইসেন্স এর ফটোকপি জমা দিতে হবে।

(গ) *আবেদনের নিয়মাবলী ঃ-*

বীজ ডিলার হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ৫০০/- (পাঁচশত) ভ্যাট ৭৫/- (পঁচাত্তর) মোট ৫৭৫/- (পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপপরিচালক (বীজ বিপণন) দপ্তর হতে আবেদন পত্রের ফরম সংগ্রহ করে ক্যাশ মেমোসহ নির্ধারিত ফরমে নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্র সহ আবেদন করতে হবে।

(১) আবেদন পত্রের ফরম ক্রয়ের রশিদ।
(২) পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ফটোকপি।
(৩) ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি।
(৪) আর্থিক স্বচ্ছলতার ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট।
(৫) গুদাম/দোকান/বিক্রয় কেন্দ্রের মালিকানার প্রমাণপত্র/ভাড়ার চুক্তিনামা।
(৬) নাগিরকত্ব সনদপত্র (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরবভার কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত)।
(৭) যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যৌথ ব্যবসায় চুক্তিপত্র এবং (Power of Attoney) সার্টিফিকেট।
(৮) বীজ ডিলার নিয়োগের আবেদন ফরমে ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য/কাগজপত্রে কোন প্রকার গরমিল বা ভুয়া প্রামানিত হলে ডিলার নিজেই দায়ী থাকবেন এবং সেক্ষেত্রে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

(ঘ) *বীজ ডিলারের অবশ্য পালনীয় শর্তাদি* ঃ-

(১) বীজ ডিলারগণ বরাদ্দকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসল বীজ (ধান, গম, আলু ,পাট ও আখ) ছাড়াও ডাল ও তৈল জাতীয় বীজ, সবজী , ভূট্টা ইত্যাদি বীজ সহ প্রতি বছর কমপক্ষে ৩,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকার বীজ উত্তোলন করতে হবে। তবে নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলের বীজ ডিলারগনকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ) টাকার বীজ উত্তোলন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সবজী, পাট, ডাল ও তৈল জাতীয় বীজ সহ বছরে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) টি ফসল বীজ উত্তোলন না করলে লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিবেচিত হবে না। তবে অঞ্চলের বীজের বরাদ্দ, প্রাপ্যতা ও বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি কার্যকর হবে।

অপর পাতায়

২। বীজ ডিলারগন সংস্থা কর্তৃক দেয় নির্ধারিত হারে কমিশন পাবেন। কমিশনের হার আঞ্চলিক বীজ গুদাম থেকে বীজ ডিলারের দোকানের দূরত্ব বীজ উত্তোলনের পরিমানের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়। কোন বীজ ডিলার সংস্থার নির্ধারিত বীজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বীজ বিক্রি করলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

৩। বিক্রয় কেন্দ্রে ডিলার তার নিয়োগ পত্র/লাইসেন্স প্রদর্শন করে রাখবেন।

৪। ডিলার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অডারের মাধ্যমে বীজের মূল্য পরিশোধ করে বিএডিসি'র আঞ্চলিক গুদাম/ট্রানজিট বীজ গুদাম/হিমাগার হতে বীজ সরবরাহ নিবেন। তবে যে ব্যাংকে আঞ্চলিক বীজ গুদাম/ট্রানজিট বীজ গুদামের "বীজ প্রাপ্তি হিসাব" খোলা রয়েছে সেই ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অডারের মাধ্যামে বীজের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় যে কোন সরকারী/বে-সরকারী ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার করা যাবে হবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (বীজ বিপণন) এর অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৫। ডিলারের নামে বরাদ্দকৃত বীজ ডিলার স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বীজ গ্রহণ করবেন। বিশেষ কারনে যদি কোন ডিলার বীজ উত্তোলন কাজে নিজে উপস্থিত হতে না পারলে তবে তার লিখিত মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে বীজ উত্তোলন করা যাবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপ পরিচালক (বীজ বিপণন) কর্তৃক উক্ত মনোয়ন পত্র প্রত্যায়িত হতে হবে। যা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক গুদামে সংরক্ষিত থাকবে।

৬। ডিলারগণ উত্তোলিত বীজ তার নিজস্ব গুদামে মজুদ করে বীজের হিসাব রেজিষ্টারে সংরক্ষন করবেন এবং বিএডিসি'র নির্ধারিত দরে ক্যাশমেমোর মাধ্যমে বীজ বিক্রি করবেন।

৭। ডিলারের দোকানে সাইন বোর্ড থাকতে হবে এবং বীজ ডিলারগণ বীজ বিক্রয় মৌসুমে তাদের দোকানে লালসালু , ব্যানার টাঙ্গিয়ে বীজ বিক্রয় করবেন। ব্যানারে বীজের প্রাপ্যতা, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি প্রদর্শিত থাকবে।

৮। বীজ ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে বীজ সংরক্ষন উপযোগী একটি ভাল গুদাম থাকতে হবে ডিলার তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিএডিসি'র আঞ্চলিক/ট্রানজিট বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে তার নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে বীজ নিয়ে যাবেন।

৯। ডিলার কর্তৃক বীজ ডেলিভারী নেয়ার সময় বস্থা ও বীজের গুনগতমান পরীক্ষা করে ভালো বীজ নিশ্চিত হয়ে বীজ উত্তোলন করবেন। উত্তোলিত বীজের ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি করা যাবে না।

১০। কোন অবস্থায়ই বিক্রিত বীজ ফেরত নেয়া হবে না।

১১। ডিলার উত্তোলিত বীজ যথাযথ ভাবে মজুদ ও পরিচর্যা করবেন যাতে করে বীজের গুনগতমান অক্ষুন্ন থাকে। পূর্ববর্তী মৌসুমের অবিক্রিত নিম্নমানের বীজ বিক্রয় করা যাবে না এবং মৌসূমের পরেও বীজ বিক্রয় যোগ্য হবে না।

১২। বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত অরিজিনাল প্যাকেট/বস্তায় ডিলার বীজ বিক্রয় করবেন এবং কোন অবস্থায় বীজের প্যাকিং, মার্কিং নষ্ট বা পরিবর্তন অথবা পূর্বে ব্যবহৃত প্যাকেট/বস্তায় বীজ বিক্রয় করতে পারবেন না।

১৩। বিএডিসি'র গুদাম/হিমাগার হতে বীজ উত্তোলন করে আনার পর ডিলার স্থানীয় প্রশাসনকে নিজ উদ্যোগে অবহিত করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব মৌসূমের মধ্যেই সমুদয় বীজ বিক্রির ব্যবস্থা নেবেন।

১৪। বিএডিসি এবং বীজ অনুমোদন সংস্থার কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় ডিলারের গুদাম এবং বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ডিলারগণ তাদেরকে ডিলার নিয়োগপত্র লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করবেন।

১৫। বিএডিসি হতে সরবরাহকৃত বীজের গুনগতমান সর্ম্পকে চাষীদেরকে জানানোর জন্য ডিলার প্রয়োজনীয় প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিএডিসি কর্তৃক সরবরাকৃত বীজ সংক্রান্ত পোষ্টার পুস্তিকা বিতরণ এবং প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন।

অপর পাতায়

১৬। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বরাদ্দের ভিত্তিতে ডিলারদের নামে বীজের বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোন ডিলার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত বীজ উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তার বরাদ্দ বাতিল করে অন্য আগ্রহী ডিলারদের মধ্যে **" আগে আসলে আগে পাবেন"** ভিত্তিতে বীজ বিক্রি করা হবে।

১৭। বিএডিসি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষন ইত্যাদির কর্মসূচীতে আমন্ত্রন করা হলে সেক্ষেত্রে ডিলারগণ উপস্থিত থাকতে বাধ্য থাকবেন।

১৮। বীজ ডিলারের দোকানে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বীজ মজুদ/বিক্রয় করা যাবে না।

১৯। ডিলারের কর্মকান্ডে বিএডিসি'র বীজ বাজারজাতকরণ কাজে বিঘ্ন ঘটলে উহার বিপণন ও সংরক্ষনে কোনরূপ সমস্যা হলে এবং বিএডিসি'র সুনাম ক্ষুন্ন হলে ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

২০। ডিলার বীজের কালোবাজারী ও ভেজাল মিশ্রন সংক্রান্ত কোন রকম কাজে সম্পক্ত থাকতে পারবেন না। কোন ডিলার এতদসংগে কাজে জড়িত থাকলে তার লাইসেন্স বাতিলসহ প্রচলিত আইন ও বীজ নীতি (সীড এ্যাক্ট) অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২১। বিএডিসি কর্তৃক বীজের বিক্রয় মূল্য হ্রাস করা হলে মূল্য হ্রাসের পূর্ববর্তী তারিখে যে সকল বীজ ডিলার বীজে ক্রয় করবেন তাদেরকে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতিজনিত অর্থ ফেরত প্রদানে বিএডিসি বাধ্য থাকবে না।

২২। বীজ ডিলার কর্তৃক উত্তোলিত বীজ তার নিজ এলাকার বিশেষ কারনে চাহিদা না থাকলে সেক্ষেত্রে বিএডিসি'র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে স্বীয় এলাকার বাহিরে বীজ বিক্রি করতে পারবে।

২৩। বিএডিসি'র বীজ ডিলারকে স্বীয় উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধন গ্রহন করতে হবে। নিবন্ধন না থাকার কারনে ডিলারের বীজ বিক্রয় কাজে বিঘ্ন হলে সে ক্ষেত্রে বিএডিসি দায়ী থাকবে না।

২৪। উল্লেখিত শর্তাবলীর আলোকে ডিলারদেরকে নির্ধারিত টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বিএডিসি কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য যে চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্প খরচ ডিলার বহন করবেন।

২৫। উল্লেখিত নিয়মাবলী ও শর্তাদি ছাড়াও সময় সময় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশ পালনে ডিলারগন অবশ্যই বাধ্য থাকবেন।

স্বাক্ষর ঃ-

আবেদনকারীর নাম ঃ-

ঠিকানা ঃ গ্রাম..... ।

ডাকঘর ঃ..... ।

উপজেলা ঃ..... ।

জেলা ঃ..... ।